ঈদুল ফিতরের আগে ফিতরা, কীভাবে নির্ধারিত হয় পরিমাণ?

সংগৃহীত ছবি

ঈদ-উল-ফিতরের সময় দেওয়া হয় ফিতরা, যা ইসলামে 'যাকাত-আল-ফিতর' নামেও পরিচিত। এটি নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবার জন্য বাধ্যতামূলক। মূল উদ্দেশ্য হলো রোজা পালনের সময় ত্রুটি সংশোধন করা এবং দরিদ্রদের উৎসবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ফিতরার বাধ্যবাধকতা ও পরিমাণ

অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফিতরা দেওয়া বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশে ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় পাঁচটি খাদ্যপণ্যের বাজারদরের ওপর ভিত্তি করে—আটা, যব, খেজুর, কিসমিস এবং পনির। এগুলোর যেকোনো একটি পণ্য বা এর সমমূল্যে ফিতরা দেওয়া যায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন বিভাগ থেকে এসব পণ্যের বাজারমূল্য সংগ্রহ করে ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করে। মুসলমানগণ তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী পছন্দসই পণ্য বা মূল্য দিয়ে ফিতরা দিতে পারবেন।

ফিতরা পরিমাপের নিয়ম

ইসলামিক গবেষক শরীফ মুহাম্মদ বলেন, ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণে প্রাচীন আরব পরিমাপ ব্যবহৃত হয়—'অর্ধ সা' এবং 'এক সা'। গম ও চালের ক্ষেত্রে অর্ধ সা (১.৬৫ কেজি) এবং বাকি চারটি পণ্যের জন্য এক সা (৩.৩৫ কেজি) মানদণ্ড রয়েছে। দুই হাতের তালু মেলালে যে পরিমাণ খাদ্য আসে, সেটিই ফিতরা হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

ফিতরা অবশ্যই ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের আগে প্রদান করতে হবে। পরিবারের কর্তা তার নিজের জন্য এবং যারা তার ওপর নির্ভরশীল—মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান—তাদের জন্যও ফিতরা দেবেন। হাদিসে উল্লেখ আছে, ফিতরা রোজাদারকে অশালীন কাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাকে বিশুদ্ধ করে।